"মিষ্টি বাচ্চারা - নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের সমস্ত নতুন কথা শোনাচ্ছেন, নতুন মত (শ্রীমৎ) দিচ্ছেন সেইজন্য ওঁনার অনন্য গতি-মতির গায়ন করা হয়ে থাকে"

*প্রশ্নঃ - দয়াময় বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন্ বিষয়ে সাবধান করে উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী করে দেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, উচ্চ ভাগ্য গড়ে তুলতে হলে সার্ভিস করো। যদি সার্ভিস না করে খাও আর শুয়ে থাকো তাহলে উচ্চ ভাগ্য গড়ে তুলতে পারবে না। সার্ভিস ব্যতীত ভোজন করা অনুচিত, সে'জন্য বাবা সাবধান করেন। সবকিছুই নির্ভর করছে পড়াশোনার উপর। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পড়তে এবং পড়াতে হবে, প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। বাবার কৃপা হয় সেইজন্য প্রতিটি কথায়(বিষয়ে) আলোকপাত(জ্ঞান দান) করতে থাকেন।

*গীতঃ- যে'দিন থেকে মিলিত হয়েছি তুমি-আমি....

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক (রুহানী) পিতা বোঝান। যখন বাচ্চারা অসীম জগতের বাবাকে পায় তখন তিনি প্রত্যেকটি নতুন কথা শুনিয়ে থাকেন। কারণ এই বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। মানুষ তো এ'রকম নতুন কথা শোনাতে পারেনা। বাবা, যাকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়ে থাকে, সেই অসীম জগতের বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। নরকের স্থাপনা করেন রাবণ। ৫ বিকার নারীর মধ্যে, ৫ বিকার পুরুষের মধ্যে, সে'টি হয়ে গেল রাবণ সম্প্রদায়। তাহলে এই নতুন কথা শোনালেন, তাই না ! স্বর্গের স্থপতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে রাম বলা হয়। নরক তৈরি করে রাবণ, যার চিত্র তৈরি করে প্রতিবছর জ্বালিয়ে থাকে। একবার জ্বালানো হয়ে গেলে তখন আবার তার এফিজি (কুশপুত্তলিকা) থোড়াই দেখতে পাওয়া যাবে। সেই আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। ফীচার্স ইত্যাদি বদল হয়ে যায়। এ তো রাবণের সেই ফিচার স প্রতিবছর তৈরি করে আর জ্বালিয়ে থাকে। বাস্তবে যেমন নিরাকার শিব বাবার কোন ফিচার নেই তেমনি রাবনেরও কোন ফিচার নেই এই রাবণ হল বিকার। বাবা এ কথা বোঝান। মানুষ ভক্তি মার্গে কি চায় ভগবান আসেনি ভক্তির ফল প্রদান করতে অথবা রক্ষা করতে কারণ ভক্তিতে অনেক দুঃখ রয়েছে। সেখানে সুখ হলো অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর। ভারতবাসীদের জীবন হলো সম্পূর্ণ দুঃখময়। কারোর সন্তান মারা গেছে, কেউ দেউলিয়া হয়ে গেছে, জীবন তো দুঃখীই থাকে, তাই না ! বাবা বলেন -- আমি আসি সকলের জীবনকে সুখী করতে। বাবা এসে নতুন কথা বলেন, তিনি বলেন আমি এসেছি স্বর্গের স্থাপনা করতে। ওখানে তোমরা বিকারে যাবে না। ওটা হলো নির্বিকারী রাজ্য, এ'টা হলো বিকারী রাজ্য। আমাদের সেই স্বর্গের রাজ্য চাই তাহলে তা বাবাই স্থাপন করেন। নরকের রাজ্য রাবণ স্থাপন করেন। সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- তোমরা স্বর্গে যাবে? বৈকুন্ঠের মহারাজা-মহারানী, বিশ্বের মালিক হবে ? এ কোনো বেদ-শাস্ত্রাদির কথা নয়। বাবা এরকম বলেন না যে রাম-রাম বলো বা দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খাও, মন্দির, তীর্থাদিতে যাও অথবা গীতা, ভাগবত ইত্যাদি বসে পড়ো। না, সত্যযুগে তো শাস্ত্র থাকে না। তোমরা অবশ্য কতই না বেদ-শাস্ত্রাদি পড়ো, যজ্ঞ, জপ, দান-পুণ্যাদি করো -- এ হলোই ধাক্কা খাওয়া, এর থেকে প্রাপ্তি কিছুই নেই। কোন এইম অবজেক্ট নেই। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিনত করতে এসেছি। এই সময় সকলেই হলো নরকবাসী। যদি কাউকে বলো যে তোমরা হলে নরকবাসী, তাহলে বিগড়ে (বিরক্ত) যাবে। বাস্তবে তোমরা জানো নরক কলিযুগকে আর স্বর্গ সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। বাবা বৈকুন্ঠের বাদশাহী (রাজত্ব) নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেও থাকেন স্বর্গের মালিক হতে চাইলে তখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সমস্তরকমের মূল কথাই(বিষয়ই) হলো পবিত্রতার উপর। অনেক মানুষেরা তো বলে আমরা কখনোই পবিত্র থাকতে পারবো না। আরে, তোমাদের পবিত্র করি স্বর্গে যাওয়ার জন্য। প্রথমে শান্তিধামে ফিরে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসতে হবে। সকল ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় -- দেহত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যেতে হবে, সেইজন্য দেহ-অভিমানকে ভেঙ্গে দাও। আমি হলাম খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, এ'সব হলো দেহের ধর্ম। আত্মা তো সুইট হোমে থাকে।

তাহলে এখন বাবা বলেন মুক্তিধামে ফিরে যাবে? সেখানে তোমরা শান্তিতে থাকবে। বলো তোমরা কিভাবে ফিরে যেতে পারো? আমায় অর্থাৎ বাবাকে আর নিজের সুইটহোমকে স্মরণ করো। দেহের সব ধর্মকে পরিত্যাগ করো। এ হলো মামা, কাকা, চাচা এইসব দেহের সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে দেহী মনে করো। আমায় স্মরণ করো। এটাই হলো পরিশ্রম আর আমি কিছুই শোনাই না। শাস্ত্রাদি যা কিছু পড়েছো সে'সব ত্যাগ করো। আমি নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের নতুন মত প্রদান করি। বলা হয়ে থাকে, তাই না ! -- ঈশ্বরের গতি এবং মতি হলো অনন্য। গতি বলা হয় মুক্তিকে। বাবা নতুন কথা

শুনিয়ে থাকেন, তাই না ! মানুষও যখন শোনে তখন বলে, এ তো হলো নতুন কথা। এখানে শাস্ত্রের কোনো কথা নেই। এমনিতে তো হলো গীতারই কথা কিন্তু মানুষ তো গীতাকেও খন্ডিত করে দিয়েছে। আমি তো গীতা পুস্তক কিছুই হাতে নিয়ে বলছি না। ওসব তো পরে রচিত হয়। তোমাদের জ্ঞান শুনিয়ে থাকি এরকম কখনো কেউ বলবে না যে তোমরা হলে আমার হারানিধি সন্তান। এ কথা নিরাকার পরমাত্মাই বলে থাকেন। তিনি নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা শোনে, এই শরীর হলো কর্মেন্দ্রিয় (অর্গ্যান্স)। এ'কথা কখনো কেউ বোঝেনা। ওখানে মানুষ মানুষকে শোনায়, এখানে পরমাত্মা বসে আত্মাদের শুনিয়ে থাকেন। আমরা আত্মারা শুনি এই কানের দ্বারা। তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা বসে বসে বুঝিয়ে থাকেন। মানুষ তো এর জন্য আশ্চর্য হয়ে যায় -- ভগবান কিভাবে বোঝাবেন। তারা তো মনে করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। আরে, শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী। আমি তো দেহধারী নই, আমি বিদেহী আর বিদেহী আত্মাদের শুনিয়ে থাকি। সেইজন্য এই নতুন কথা শুনে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। কল্প-পূর্বে যে বাচ্চারা শুনে গেছে তাদের তো অত্যন্ত ভালো লাগে, তারা পড়ে, মাম্মা-বাবা বলে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোন কথাই থাকতে পারে না। লৌকিক রীতিতেও বাচ্চারা মাতা-পিতাকে, মা-বাবা বলে। এখন তোমরা সেই লৌকিক মাতা-পিতার স্মরণ ছেড়ে, পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ করো। এই পারলৌকিক মাতা-পিতা তোমাদের অমৃতের আদান-প্রদান করা শেখাবেন। তিনি বলেন -- হে বাচ্চারা, এখন বিষের আদান-প্রদান করা ত্যাগ করো। আমি তোমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে থাকি তা একে-অপরকে দাও তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। অল্প শুনলে তাহলেও স্বর্গে চলে আসবে। কিন্তু অন্যদের নিজের সমান তৈরি করতে না পারলে তখন গিয়ে দাস-দাসী হবে। দাস-দাসীদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। বাচ্চাদের প্রতিপালনকারী দাস-দাসীরা অবশ্যই ভালো পদমর্যাদা যুক্ত হবে। এখানে থেকেও যদি না পড়ে তাহলে দাস-দাসী হয়ে যায়। প্রজাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। যে ভালোভাবে পড়ে সে কত উচ্চ পদ পায়। প্রজায় ধনশালীদেরও দাস-দাসী থাকবে। প্রত্যেককে নিজের চেহারা দেখতে হবে -- আমরা কি হওয়ার (পদমর্যাদা) উপযুক্ত হয়েছি? বাবাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। বাবা তো সবকিছু জানেন আর প্রমাণ করে বলেন যে, এই কারণে তুমি এই হবে। অবশ্যই সারেন্ডার করেছো, তারও হিসেব-নিকেশ রয়েছে। সারেন্ডার করেছে কিন্তু কোনো সার্ভিস করে না, কেবল ভোজন-পান করতে থাকে তাহলে যা দিয়েছে তা খেয়ে-দেয়ে শেষ করে দেয়। যা দিয়েছে তাই খেয়েছে, সার্ভিস করে নি তাহলে গিয়ে থার্ড ক্লাস দাস-দাসী হবে। হ্যাঁ, সার্ভিস করে এবং খাওয়া দাওয়াও করে, তাহলে ঠিক আছে। কাজকর্ম কিছুই করে না আর খেয়ে-খেয়ে শেষ করে দেয় তাহলে তো আরোই বোঝা চেপে যায়। এখানে থাকে, যা দেয় তাই-ই খেয়ে নেয়। অবশ্যই যে দেয় না কিন্তু সার্ভিস করে অনেক তাহলে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নেয়। মাম্মা ধনসম্পদ কিছুই দেয়নি, কিন্তু পদ অনেক উচ্চ পায়, কারণ বাবার রুহানী সার্ভিস করে। হিসাব রয়েছে, তাই না ! অনেকের নেশা থাকে, আমরা তো সবকিছু দিয়ে দিয়েছি, স্যারেন্ডার হয়েছি। কিন্তু খেয়েও তো থাকো, তাই না ! বাবার মতন তো সকলেই বলে। সার্ভিস করে না, খায় আর শেষ করে দেয়। কথিতও রয়েছে, তাই না! -- যে শুয়ে থাকে সে হারিয়ে ফেলে। ৮ ঘন্টা সার্ভিস করা ব্যতীত খাওয়া অনুচিত। খেতে থাকলে তখন জমা কিছুই হবে না, তাহলে সার্ভিস করতে হবে। বাবাকে তো সবকিছু বলে দিতে হয়, তাই না ! যেন কেউ এ'রকম না বলে যে আমাদের কেন বলা হয়নি ? বাবা (ব্রহ্মা) সবকিছু দিয়েছেন আর তারপরেও সার্ভিসও তো করতে থাকেন, সেইজন্য উচ্চ পদ রয়েছে। সার্ভিস না করে, সারেন্ডার হয়ে আর বসে-বসে খেতে থাকলে তখন কি হবে (কি পদ পাবে) ? শ্রীমতানুসারে চলে না। বাবা বিশেষভাবে বোঝাচ্ছেন। এইরকম নয় যে পরে আগতরা বলবে যে আমার পদ এ'রকম কেন হলো ? তখন বাবা বোঝান -- সার্ভিস না করা, ফ্রি-তে খাওয়া, তার ফল কল্প-কল্পান্তরের জন্য এমন হয়ে যাবে, সেইজন্য বাবা সাবধান করেন। বোঝা উচিত কল্প-কল্পান্তরের জন্য আমাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবার দয়া হয়, সেইজন্য প্রতি কথায় আলোকপাত করতে থাকেন। সার্ভিস না করলে তখন উচ্চপদ পেতে পারবে না। যারা গৃহস্থী জীবনে থেকেও সার্ভিস করে, তাদের পদ অনেক উঁচু।

সবকিছু নির্ভর করছে পড়া এবং পড়ানোর উপর। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। ওরা (লৌকিকে) তো হাতে পুস্তকাদি তুলে নেয়। তোমাদের হাতে কিছুই নেই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। তোমাদের সত্য শোনাতে হবে, সত্যিকারের প্রাপ্তি করাতে হবে, আর সকলে লোকসানই করিয়েছে সেইজন্যই লেখা হয়, ও'সব হলো মিথ্যা। বাবা সত্য শুনিয়ে সত্য-ভূখণ্ডের মালিক বানিয়ে দেন। এ হলো বুঝবার মতন কথা। বিশ্বের মালিক হওয়া কম কথা কি ! যে সেন্সেবল বাচ্চা হবে সে তো প্ল্যান তৈরি করতেই থাকবে -- আমরা সোনার ইটের এরকম-এরকম ঘরবাড়ি তৈরি করবো, এই করবো। ধনবানের সন্তান যখনই বড় হয়ে যায় তখন তাদের চিন্তা চলতে থাকে যে আমরা এ'ভাবে করবো, এই বানাবো। তোমরাও ভবিষ্যতে প্রিন্স হয়ে যাও তাহলে শখ থাকবে, তাই না ! আমরা এরকম-এরকম মহল নির্মাণ করবো। যা আর কারোর থাকবে না। এই চিন্তা তাদের চলবে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে আবার পড়িয়ে থাকে। রাজত্ব তো থাকবে, তাই না ! তাহলে বুদ্ধিতে এই চিন্তা চলতে থাকা উচিত -- আমরা কত নাম্বারে পাশ করবো। এ

হলো বড় স্কুল, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ পড়বে, প্রচুর আসবে। এ'সব কথা বাবা-ই বসে বুঝিয়ে থাকেন। ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, ওঁনাকেই মাতা-পিতা বলা হয় -- তিনি এসে অ্যাডপ্ট করেন। এ হলো কত গুপ্ত কথা। এ হলো নতুন স্কুল, পড়ান যিনি, তিনিও নতুন। কত ভালোভাবে বোঝান। ঝুলি তারই ভরবে যে সুযোগ্য হবে, বাবাকে স্মরণ করবে। মা-বাবাকে কখনো কেউ ভোলে না। তাহলে সঙ্গমযুগীয় বাচ্চারা বাবাকে কিভাবে ভুলে যেতে পারে ! আচ্ছা !

দুনিয়া বিশৃঙ্খলতার (হট্টগোল) মধ্যে রয়েছে আর বাচ্চারা, তোমরা চুপ (সাইলেন্সে) করে রয়েছো। নিস্তব্ধতার মধ্যে রয়েছে শান্তি, শান্তির মধ্যে রয়েছে সুখ। তোমরা জানো যে মুক্তির পরেই রয়েছে জীবনমুক্তি। বাচ্চারা তোমাদের কেবল দুটি শব্দ স্মরণে রয়েছে -- অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ (ঈশ্বর), বে অর্থাৎ বাদশাহী। কেবল একমাত্র অল্ফকে স্মরণ করেই বাদশাহী (রাজত্ব) প্রাপ্ত হয়ে গেছে। বাকি আর কি বেঁচে রয়েছে ? বাকি রয়েছে ঘোল। অল্ফকে পেয়েছো মানে মাখন পেয়ে গেছো, বাকি সব হলো ঘোল। এরকমই, তাই না ? আমরা চুপ করে (সাইলেন্সে) থাকি। জানি যে চুপ করে থেকে আমরা শ্রীমতানুসারে চলতে থাকি। কিন্তু ওয়ান্ডার (আশ্চর্যের) হলো এই যে বাচ্চারা অল্ফকেও সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে না, ভুলে যায়। মায়া তুফান নিয়ে আসে। বাবাও বলেন -- 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব'। গীতায় শব্দগুলি রয়েছে। তাহলে তোমাদের গীতা পাঠকারীদের কাছে অর্থ জিজ্ঞাসা করা উচিত যে মন্মনাভব, মধ্যাজীভব-র অর্থ কি ? বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা বাদশাহী পাবে। দেহের সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করে দেহী হয়ে যাও আর বাবাকে স্মরণ করো তবেই বাদশাহী (রাজত্ব) প্রাপ্ত হবে। গুরু গ্রন্থেও বলা হয়ে থাকে -- অল্ফের(ঈশ্বরের) জপ করো তবেই বাদশাহী পাবে। সত্য-ভূখণ্ডের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক, কেউই এমন বলবে না। বাবা তোমাদের নতুন কথা শোনান, বাকিরা সকলেই পুরানো কথা শুনিয়ে থাকে। কথা অত্যন্ত সহজ। অল্ফের হয়ে যাও তবেই বাদশাহী পাবে। তবুও পুরুষার্থ তো করতেই হবে। নিজ-সম বানানোর সার্ভিস যত করবে ততই ফল পাবে। মানুষ না অল্ফকে জানে, না বে-কে জানে। বে অর্থাৎ রাজত্বের মাখন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়ে থাকে, তাই না ! অবশ্যই স্বর্গের স্থপতিই বাদশাহী (রাজত্ব) দিয়েছিলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সুইট হোম এ ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য দেহের সমস্ত ধর্ম এবং সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে নিজেকে দেহী (আত্মা) মনে করতে হবে। এই অভ্যাসেই অভ্যাসী হতে হবে।

২) বাবার থেকে যে শিক্ষা পেয়েছো, তা অন্যদেরও প্রদান করতে হবে, নিজের মতন করেই গড়ে তুলতে হবে। ৮-ঘন্টা সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ- বিশুদ্ধ ফিলিং-এর দ্বারা ফ্লু(সর্দি-জ্বর)-এর অসুখকে সমাপ্ত করে বরদানের দ্বারা পালিত হওয়া সফলতা মূর্তি ভব

সমস্ত বাচ্চাদের কাছে বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত রয়েছে - বাচ্চারা সদা শুদ্ধ ফিলিং-এ থাকো। আমি হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কোটি-কোটির মধ্যে কোনো আত্মা, আমি হলাম দেবাত্মা, মহান আত্মা, বিশেষ পার্টধারী আত্মা -- এই ফিলিং-এ থাকো, তাহলে ব্যর্থ ফিলিং-এর ফ্লু আসতে পারবে না। যেখানে এই শুদ্ধ ফিলিং রয়েছে সেখানে অশুদ্ধ ফিলিং আসতে পারে না। এরজন্য ফ্লুয়ের অসুখ থেকে অর্থাৎ পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে আর সর্বদা নিজেকে এমন অনুভব করবে যে আমি বরদানের দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি, সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করছি।

স্লোগানঃ- সঙ্গমযুগীয় মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া -- এটাই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;